৬

ভোরের কাগজ

তারিখ ...... NOV. 2 1999 ...
পৃঃ ১ কলাম ৩

সিলেট ক্যাডেট কলেজে রোলার চাপা পড়ে দুই ছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যু

ইখতিয়ারউদ্দিন, সিলেট থেকে : সিলেট ক্যাডেট কলেজের খেলার মাঠে একটি হাতে টানা রোলারের নিচে চাপা পড়ে গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে মর্মান্তিকভাবে প্রাণ হারিয়েছে দুই ক্যাডেট। ভাগ্যাহত এ দুই ক্যাডেটের নাম রেজাউদ্দিন আহমেদ শাওন ও সাইমন ইকবাল নেভি। দুজনেই সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র।

প্রত্যক্ষদর্শী ক্যাডেটদের সঙ্গে আলাপ করে জানা যায়, গতকাল সকালে মেজর মঞ্জুরের তত্ত্বাবধানে ক্যাডেটদের অনুশীলনের জন্য খেলার মাঠে নিয়ে যাওয়া হয়। এ মাসের ২৮ তারিখে কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। তাই খেলার মাঠ সমতল করার জন্য রোলিঙের প্রয়োজন হয়। এদিন এ্যাডজুটেন্ট মেজর মঞ্জুরের নির্দেশে হাবিলদার এনামুল সপ্তম শ্রেণীর ক্যাডেটদের একটি হাতে টানা রোলার টানার কাজে লাগিয়ে দেন। ৪৮ জন ক্যাডেট রশিতে ধরে দ্রুত রোলার টানতে শুরু করলে ক্যাডেট রেজা ও ক্যাডেট ইকবাল শিশির ভেজা ঘাসে পা পিছলে পড়ে গেলে রোলারের নিচে চাপা পড়ে। এতে ক্যাডেট ইকবাল ঘটনাস্থলে নিহত এবং ক্যাডেট রেজা গুরুতর আহত হয়। দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হলে অল্পক্ষণের মধ্যে তারও মৃত্যু ঘটে। ক্যাডেট সাইমন ইকবাল নেভির বাড়ি কিশোরগঞ্জে। তার পিতার নাম মুহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান।

● এরপর -পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

সিলেট ক্যাডেট কলেজে রোলার চাপা

● প্রথম পাতার পর

অপর নিহত ক্যাডেট রেজাউদ্দিন আহমেদ শ্রীমঙ্গলস্থ বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউটের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (কীটতত্ত্ব বিভাগের প্রধান) ড. মইনুদ্দিন আহমেদের ছেলে। তাদের বাড়ি বরগুনা জেলার পাথরঘাটা থানার মুন্সিরহাট গ্রামে।

দু ক্যাডেটের মৃত্যুর ঘটনায় সিলেট ক্যাডেট কলেজের ক্যাডেটদের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। তারা সকাল সাতটা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত ওসমানী বিমানবন্দর সড়কে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে যান চলাচল বন্ধ করে দেয়। ক্যাডেটদের অভিযোগ, ইতিপূর্বে কখনো ক্যাডেটদের দিয়ে রোলার টানানো হয়নি। প্রয়োজনে বাইরে থেকে রোলার আনিয়ে কাজ চালানো হয়েছে। তাছাড়া মাঠ ঠিক করা গ্রাউন্ডসম্যানদের কাজ। কিন্তু ক্যাডেটদের মাঠ মেরামতের কাজ করতে বাধ্য করা হয়। এ জন্য তারা এ্যাডজুটেন্ট মেজর মঞ্জুর ও হাবিলদার এনামুলকে দায়ী করে তাদের শাস্তির দাবি জানায়। এ সময় মেজর মঞ্জুর তাদের নিবৃত্ত করতে এলে ক্যাডেটরা তাকে ধাওয়া করে। ক্যাম্পাসে তাকে পাওয়া যায়নি।

ক্যাডেটরা এ প্রতিবেদককে জানায়, রোলার চাপায় ক্যাডেট ইকবালের মাথার মগজ ছিটকে পড়লে হাবিলদার এনামুল তা পার্শ্ববর্তী ড্রেনে ফেলে ঘাস দিয়ে ঢেকে রাখেন, তারপর দৌড়ে পালিয়ে যান। দুপুরে আরো দুজন সাংবাদিকসহ ঘটনাস্থলে হাজির হলে উত্তেজিত ক্যাডেটরা এ প্রতিবেদককে ঘিরে ধরে তাদের অভিযোগের কথা তুলে ধরে। ক্যাডেটরা তাদের প্রতি বিভিন্ন সময়ে নির্মম আচরণ করা হয় বলেও জানায়। ঘটনার সময় কলেজের অধ্যক্ষ কর্মস্থলে ছিলেন না। সাংবাদিকরা উপাধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে তিনি রাজি হননি। এ সময় এ্যাডজুটেন্টের কক্ষে বসে অঝোর ধারায় অশ্রুবর্ষণ করছিলেন নিহত রেজার পিতা ড. মইনুদ্দিন আহমেদ। টেলিফোনে রেজার বিপদ হয়েছে বলে খবর পেয়ে তিনি দ্রুত ছুটে আসেন স্ত্রী শাহানা বিউটি ও ছোট ছেলে রিফাতউদ্দিন আহমেদ নিওনকে নিয়ে। এ প্রতিবেদক সেখানে উপস্থিত হলে দেখতে পান, বাবার কান্না দেখে ছয় বছরের নিয়ন শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে। সে তখনো বুঝতে পারেনি ভাইয়া বলে ডাকার তার আর কেউ নেই। ড. মইনুদ্দিন আহমদ জানান, এখানে এসে রেজার মৃত্যু সংবাদ শোনার পর তার মা তখনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। বেলা ৩টা পর্যন্ত তার জ্ঞান ফেরেনি। তাকে স্যালাইন পুশ করা হচ্ছিল। অশ্রুসজল চোখে ড. মইনুদ্দিন আহমদ বলেন, 'বড়ো মানুষ হওয়ার জন্য মেধাবী শাওনকে দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়েছিলাম, কে জানতো ১২ বছরের পুত্রের লাশ পিতার কাঁধে তুলতে হবে। কান্নারুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বলেন, 'আমি কার কাছে ফরিয়াদ জানাবো।'

এদিকে, কোতোয়ালি পুলিশ জানায়, রেজা ও ইকবালের মৃত্যুর ব্যাপারে সিলেট ক্যাডেট কলেজ কর্তৃপক্ষ একটি জিডি এন্ট্রি করেছে। এতে কলেজের খেলার মাঠে অনুশীলনের সময় রোলার চাপায় ঘটনাস্থলে ইকবালের মৃত্যু ও হাসপাতালে নেওয়ার পর রেজার মৃত্যুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

এদিকে, দু ক্যাডেটের মৃত্যুর খবর পেয়ে ক্যাডেট কলেজসমূহের এ্যাডজুটেন্ট জেনারেল মেজর জেনারেল মাসুদুর রহমান গতকাল দুপুরে বিমানযোগে সিলেট আসেন। তিনি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দু ক্যাডেটের মৃতদেহ প্রত্যক্ষ করেন। এ ব্যাপারে কর্নেল পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তাকে প্রধান করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে জানা গেছে। বিকেলে সিলেট ক্যাডেট কলেজ ক্যাম্পাসে নিহত দু ক্যাডেটের নামাজে জানাজার পর তাদের লাশ নিজ নিজ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।